যুগান্তর

তারিখ : 30 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

ভোলায় শিক্ষক নিয়োগের নামে ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি এনজিও

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলাসহ জেলার ৭ উপজেলায় বিভিন্ন এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে ৩ হাজার শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়ার নামে ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে জেমাস কল্যাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি এনজিও'র বিরুদ্ধে। গত এক মাসে লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলায় ৫শ' স্কুল গঠন ও শিক্ষকদের কাছ থেকে জামানত হিসেবে কোটি টাকা ওই সংস্থার ঢাকা অফিসের একাউন্টে জমা করে নেয়া হয়েছে। এনজিও সংস্থাটির চরফ্যাশনের দায়িত্বে রয়েছেন এক জামায়াত নেতা এমন তথ্য জানান স্থানীয়রা। এলাকার দরিদ্র পরিবারের বেকার লোকদের দিয়ে স্কুল গঠন ও ওইসব স্কুলে শিক্ষক ও সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ পেতে এই এনজিও'র একাউন্টে জামানত হিসেবে টাকা জমা দিতে হয়। এভাবেই গত কয়েক দিনে চরফ্যাশন থেকে ৪৪ লাখ টাকা, লালমোহন থেকে ৬০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। অন্যান্য উপজেলা থেকেও একই সূত্রে টাকা তুলে নিচ্ছে ওই সংস্থাটি। হিসাব অনুযায়ী ভোলা জেলা থেকে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এসব টাকার বিপরীতে কোন জমা রশিদ দেয়া হচ্ছে না। এ নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠায় টাকা প্রদানকারী নিয়োগ প্রার্থীদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: নূর-ই-আলম জানান, ওই সংস্থার টাকা নেয়ার কথা তিনি আগে জানতেন না। তবে সংস্থার কার্যক্রম খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এভাবে জামানত রাখার বিধান নেই। চরফ্যাশনে এ সংস্থার দায়িত্বে রয়েছেন জামায়াত নেতা মো: আলমগীর। তিনি নিয়োগপ্রাপ্তদের দু'মাস পর থেকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন বলে জানান। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তার অধীনে এ কার্যক্রম চলছে না। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এমন কথা বললেও ঝরে পড়া শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং লোভনীয় বেতনে স্কুলের শিক্ষক ও সুপারভাইজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বেকারদের আকৃষ্ট করে থাকে জেমাস কল্যাণ। ঢাকার গ্রিন প্লাজা ১৩/১৭, শান্তিনগর বাজার রোডে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ব্যবহার করে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে স্কুল তথ্য দিয়ে সংস্থাটি চরফ্যাশন উপজেলায় মার্চ মাস থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সংস্থার ভোলা জেলার দায়িত্বে ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর (ডিপিডি) আমান উল্লাহ মোবাইল ফোনে জানান, জানুয়ারি মাস থেকে জেলার ৭টি উপজেলায় কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে লালমোহন উপজেলায় ৩০০ এবং চরফ্যাশন উপজেলায় ২৫০ শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে স্কুল চালু করা হয়েছে। অন্যান্য স্কুল এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জেমাস কল্যাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চরফ্যাশন ম্যানেজার জামায়াতে ইসলামীর নেতা আলমগীর হোসেন টিপু জানান, প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে সংস্থাটি দেশের অন্যান্য এলাকার মতো চরফ্যাশনের দরিদ্র পরিবারের ঝরে পড়া শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুল গঠন করেছে। মার্চ মাস থেকে সংস্থাটি চরফ্যাশন, [illegible] এবং দক্ষিণ, এ তিনটি শাখায় তিনজন ম্যানেজারের মাধ্যমে ১৯টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে দুজন করে ৩৮ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করেছে। প্রত্যেক শিক্ষক মাসিক ২৫০০ টাকা, সুপারভাইজার ৬০০০ টাকা এবং ম্যানেজার ৯০০০ টাকা করে বেতন পাবেন। তবে চাকরির নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ওখানে ম্যানেজার পদের জন্য প্রত্যেককে ১৫ হাজার টাকা, সুপারভাইজারদের জন্য ৭ হাজার ২শ' টাকা এবং শিক্ষকদের জন্য তিন হাজার ৬শ' টাকা করে ডিপোজিট মানি জমা রাখা হয়। ওই টাকা জেমাস কল্যাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে জমা দেন তারা। চরফ্যাশনের শিক্ষিকা জান্নাত বেগম, জিনাগড়ের সুপারভাইজার বাবুলসহ অনেক শিক্ষক এবং সুপারভাইজার জানান, ডিপোজিট মানির টাকা ম্যানেজারদের কাছে জমা দেয়া হলেও তাদের কাউকেই প্রাপ্তি রশিদ দেয়া হয়নি। এক মাসে কাউকেই নিয়োগপত্রও দেয়া হয়নি। এ অভিযোগ প্রসঙ্গে চরফ্যাশন উপজেলা ম্যানেজার আলমগীর হোসেন টিপু বলেছেন, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সব শিক্ষকের ডিপোজিট মানির টাকা হেড অফিসে জমা না হওয়ায় কাউকে নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে না। সব টাকা জমা হলে একই সঙ্গে সবাই জমার রশিদ এবং নিয়োগপত্র দেয়া হবে। এদিকে ভোলার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মনে করছেন সরকারের দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এ সংস্থাও কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে সরে যেতে পারে।